যুগান্তর

তারিখ 02 FEB 2016
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৮

শাবিতে র‍্যাগিংয়ের ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা

সিলেট ব্যুরো

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে র‍্যাগিং ও এর জের ধরে সংঘর্ষের ঘটনায় পাঁচ ছাত্রকে বহিষ্কারের বিষয়টি ধাপাচাপা দেয়ার চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাফেটেরিয়ার ছাদে গণিত বিভাগের এক ছাত্রীকে র‍্যাগিংয়ের পর ছাত্রদের দুটি পক্ষ সশস্ত্র সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। র‍্যাগিংয়ের বিষয়ে প্রাথমিক তদন্তে সংশ্লিষ্টতা পাওয়ায় ও সংঘর্ষের ঘটনায় রোববার ৫ শিক্ষার্থীকে সাময়িক বহিষ্কার করে প্রশাসন। এদিকে র‍্যাগিং ও সংঘর্ষের ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে প্রক্টরের অনুমতি ছাড়াই তারা ক্যাম্পাসে মানববন্ধন সমাবেশ করেছে কতিপয় শিক্ষার্থী। এছাড়া জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহস্রাধিক সাধারণ শিক্ষার্থী মিছিল সমাবেশ করেছে। প্রক্টর অধ্যাপক কামরুজ্জামান চৌধুরী বলেন, ওই দিনের র‍্যাগিং এবং এর পরবর্তী সশস্ত্র সংঘর্ষে জড়িত থাকার প্রাথমিক প্রমাণ আমরা পেয়েছি। র‍্যাগিং এবং সংঘর্ষে জড়িত থাকার দায়ে আমরা পাঁচজনকে সাময়িক বহিষ্কারও করেছি। এছাড়া তদন্ত চলছে। আরও যারা দায়ী তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়া হবে। বহিষ্কৃত পাঁচ শিক্ষার্থীর মধ্যে তিনজনই গণিত বিভাগের শিক্ষার্থী। এদিকে ক্যাম্পাসে কোনো র‍্যাগিংয়ের ঘটনা ঘটেনি বলে দাবি গণিত বিভাগের কতিপয় শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের। গণিত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক আনোয়ারুল ইসলামের দাবি, গণিত বিভাগের কতিপয় শিক্ষকদের তদন্তে র‍্যাগিংয়ের কোনো সত্যতা পাওয়া যায়নি। তবে তথ্য প্রমাণ সাপেক্ষে পরবর্তী সংঘর্ষের ঘটনায় যদি কেউ জড়িত থাকে সে ক্ষেত্রে আমার কিছু বলার নাই। এদিকে বহিষ্কৃতদের সবাই বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি সঞ্জীবন চক্রবর্তী পার্থের সমর্থক। এ ঘটনাকে ধামাচাপা দিতে পার্থের ইঙ্গিতেই তার অনুসারীদের কতিপয় শিক্ষার্থী ক্যাম্পাসে মানববন্ধন করেন। তবে এই অভিযোগ অস্বীকার করে পার্থ বলেন, এসব কর্মসূচি সম্পর্কে আমার কিছু জানা নেই। প্রক্টর অধ্যাপক কামরুজ্জামান চৌধুরী বলেন, কেউ কেউ বহিষ্কারের ঘটনাকে আড়াল করতে নানামুখী তৎপরতা চালাচ্ছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। কার কিছু বলার থাকলে তদন্ত কমিটির কাছে আত্মপক্ষ সমর্থনেরও সুযোগ আছে। ওইদিন র‍্যাগিং এবং তার পরবর্তীতে সংঘর্ষের ঘটনায় প্রক্টরিয়াল বডি শুধুমাত্র যারা জড়িত ছিল তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নিয়েছি।